সাইবার প্রেম

ত্বড়িং ভালোবাসা

লিখেছেন **ফাহিম হুসাইন**

কলিং বেলের টুং টাং শব্দ। খুব সকাল। ঘুম জড়ানো চোখে দরজা খোলে আরিফ। নিমিষে চোখ থেকে ঘুম উধাও। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। কেমন যেন চেনা চেহারার এক সুন্দর মেয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলা আর ইংরেজি মিশিয়ে মেয়েটি বলল– 'Hi Arif, recognise me? আমি ফারজানা From মিনাসোটা Your chat friend I come all the way for you'–এই ঘটনার পরের অংশটুকু আরো নাটকীয়– ৩ সপ্তাহের মাথায় আরিফ-ফারজানার বিয়ে হয়ে যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মানের ছাত্র আরিফ চ্যাটিং-এর বদৌলতে প্রবাসী মেয়ের হাত ধরে পৌঁছে যায় তার স্বপ্নের রাজ্য আমেরিকায়।

মোটামুটি এটিই আমাদের জানামতে বাংলাদেশের মাটিতে ৯০ দশকের শেষ দিকে ঘটে যাওয়া প্রথম সফল সাইবার প্রেমের ঘটনা। এরপর ইন্টারনেটের অবাধ আর বিশাল জগতে ঘটেছে অসংখ্য বাংলাদেশী প্রণয়, ভেঙেছে অগণিত হৃদয়, চ্যাটরুমে দেখা মিলেছে নাম না জানা প্রচুর রাজকুমার-রাজকন্যার– সব মিলিয়ে আর সব দেশের মত 'সাইবার প্রেম'– শব্দটি মিশে যেতে শুরু করেছে আমাদের এই বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে।

প্রেম, সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর

প্রাচীন বাংলার লোকগাথার অধরা সুন্দরীর প্রতি প্রেমের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কমফোর্টেবল মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রিয়ার লাজুক চাহনি টাইপের ভালোবাসার সঙ্গে, কিংবা ভালোলাগার আদর্শ হিসেবে পূজনীয় স্থানে রেখে দিয়েছি কবিগুরুর 'শেষের কবিতা'কে। এহেন মনোভাব সম্পন্ন বাঙালির মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ইনফরমেশন টেকনোলজির বদৌলতে ভালোবাসার নতুন ভার্সান 'সাইবার প্রেম'কে নিয়ে। সাদা বাংলায় বলা যায়– ইন্টারনেট চ্যাট করতে গিয়ে যদি দু'জন মানুষ পরস্পরের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেন তবে তাকেই বলে সাইবার প্রেম। মূলত ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রাথমিক

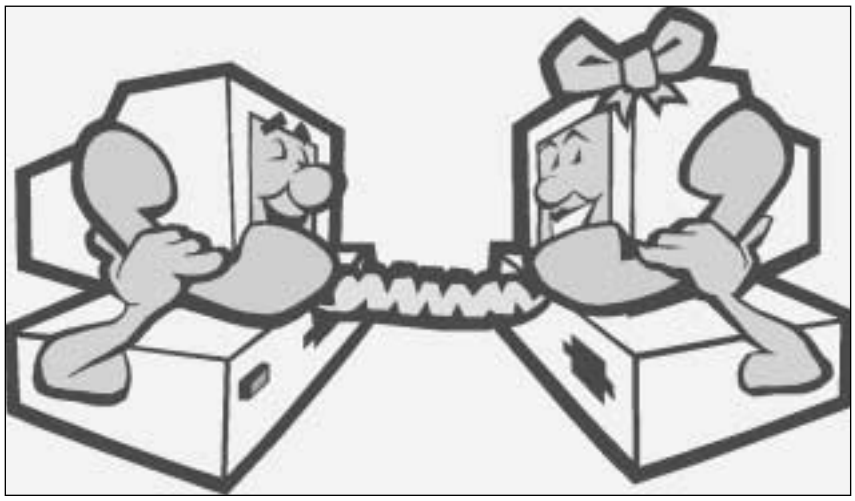

উদ্দেশ্য ছিল দূরের বিভিন্ন জায়গার মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করা। সময়ের সঙ্গে ইন্টারনেটের প্রবৃদ্ধি ঘটে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সৃষ্টি হয়, অসংখ্য চ্যাট রুমের আবির্ভাব ঘটে, যোগাযোগ বাড়তে থাকে বিভিন্ন দেশের অজানা অচেনা মানুষগুলোর মধ্যে। ইন্টারনেট হয়ে ওঠে ক্রমশ উন্নত

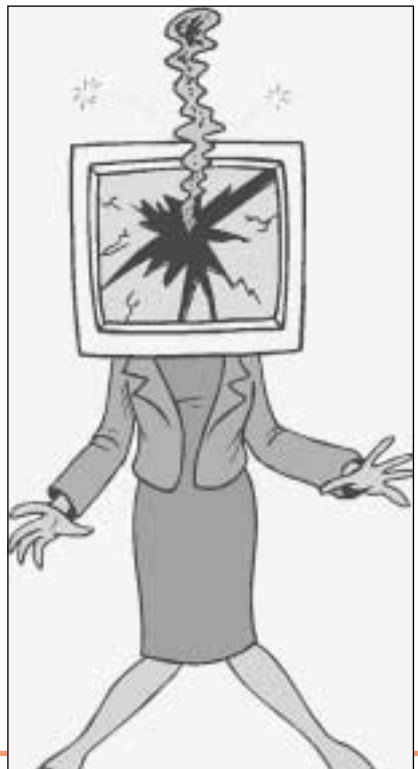

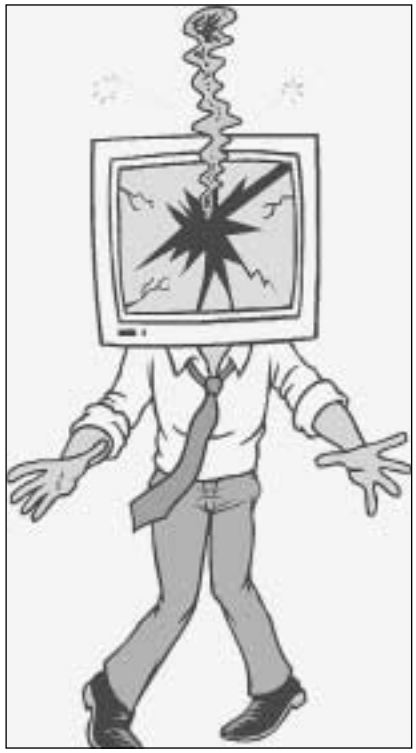

এবং কিছু উন্নয়নশীল সমাজের জীবনযাত্রার অংশ। আর এই কারণের রোমান্টিসিজম ঠাঁই করে নেয় ডিজিটাল পৃথিবীতে। সাধারণত প্রচলিত ওয়েব চ্যাটরুমগুলোতে 'ফ্রেন্ডশিপ', 'টিন', 'লাফ্টার', 'কম্পিউটার', 'Love' ইত্যাদি বিভিন্ন সাবজেক্টে চ্যাট করবার সুযোগ আছে। কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে সর্বাধিক ভিড় থাকে 'Love' বিষয়ক রুমগুলোতে। ভূগোল কিংবা সময়ের বেড়া ডিঙিয়ে, বয়স/সংস্কৃতি/ভাষার বাধা অতিক্রম করে এসব চ্যাটরুমে প্রতিদিন হাজির হতে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের প্রেমিক-প্রেমিকাদের।

আজকাল এই নেট বা সাইবার ভালোবাসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয় অনেক কিছু। ইনসট্যান্ট মেসেঞ্জার (msn, yohoo, AoL), অনলাইন ম্যাচ মেকিং সাইট, টেক্সট, চ্যাটরুম (mirc, yahoo, msn), ভয়েস চ্যাটরুম (palltalk-এর Jalsha, Banglacafe, Bangladesh, গানের আসর) অথবা ভিডিও চ্যাটরুম বা ই-মেইল হলো অগণিত নেট ব্যবহারকারীদের ভালোবাসা প্রকাশের মিডিয়াম। বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো কিছুর ঘ্রাণকে এবং দৈহিক অনুভূতিকে ট্রান্সফার করবার জন্য। এছাড়া নেট সার্ফিং বা চ্যাটিং-এর সময় থ্রিডি ছবি আদান-প্রদানের চেষ্টাও এগিয়ে চলছে। মোট কথা খুব কাছের ভবিষ্যতেই হয়তো বর্তমানের সাইবার প্রেম ধারণ করবে এক ভিন্নতর মাত্রা।

প্রেমের হাট@ইন্টারনেট

নগর জীবনে অসম্ভব ব্যস্ততা, বিনোদনের সময় নেই, নতুন কিছু করে দেখবার আকর্ষণ, সহজে সঙ্গী খুঁজে পাবার নিশ্চয়তা ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ আজ ইন্টারনেটে প্রেমের সন্ধানে ব্যস্ত। অফিসে কাজ করার সময়ই msn মেসেঞ্জার সার্ভিস যদি লগ অন করে রাখা যায়, কিংবা লাঞ্চ ব্রেকে অফিসের বাইরে না গিয়েও ভয়েস চ্যাট (কথা বলা) করা যায় অন্য অফিসে/শহরে/দেশে থাকা ভালোলাগার মানুষের সঙ্গে তাহলে কেনো মানুষ সনাতনী পন্থায় ভালোবাসা খোঁজার চেষ্টা করবে?

সমাজ বিজ্ঞানী আর নেট বিশেষজ্ঞদের মতে এই নাগরিক ব্যস্ততার মাঝে সুবিধা এনে দেয়া ছাড়াও সাইবার প্রেমের কিছু ভালো দিক আছে। প্রধানত যেসব ব্যক্তি এমনিতেই খুবই সাধারণ, অনাকর্ষণীয় কিংবা লাজুক, যারা নিজেদের মনের ভাব কারো সামনে (বিশেষত ভালোবাসার মানুষের সামনে) প্রকাশ করতে পারেন না, অথবা যাদের আত্মবিশ্বাসের প্রকট অভাব রয়েছে তাদের জন্য চ্যাটিং মিডিয়াম মেলে ধরেছে অবারিত সম্ভাবনা। কারণ সেই লাজুক মানুষটির সামনে তখন পিসির স্ক্রিন ছাড়া কিছুই থাকে না, কি-বোর্ড হাতে এই আত্মবিশ্বাসহীন মানুষই হয়ে ওঠেন প্রেমিক পুরুষ ক্যাসানোভা, চ্যাটরুমে আলাপরত সুন্দর মেয়েটির মন পাওয়া তখন খুব সহজ হয়ে যায় বার বার প্রত্যাখ্যাত ছেলেটির কাছে। এছাড়া ভৌগোলিক বা সময়ের ব্যবধানের জন্য অনেক মানুষের সঙ্গেই পরিচিত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়– কিন্তু নেট চ্যাটিং সেই সমস্যারও সমাধান করে দিয়েছে। ট্রাডিশনাল বাঙালি ছেলে তাই চিরায়ত পাশের বাড়ির কোনো মেয়ে না পেলে তার প্রিয়ার মুখ খুঁজে নিতে পারে সাত সমুদ্র তেলো নদীর পাড়ের অন্য কোনো নেইবারহুড থেকে। অতএব ইন্টারনেটের কল্যাণে প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে পুরো পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজ।

সাইবার প্রেমিক- প্রেমিকারা সাবধান!

■ কখনো অপরিচিত কোনো মানুষকে আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর, মূল ই-মেইল অ্যাড্রেস দেবেন না।

■ অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত কোনো মানুষ সামনাসামনি দেখা করতে চাইলে হুট করে রাজি হবেন না, বরং সময় নিন, সেই মানুষটিকে চিনতে চেষ্টা করুন এবং তারপর যোগ্য মনে হলে কোনো পাবলিক প্লেসে দেখা করুন– একাকী, নির্জন কোনো স্থানে অবশ্যই নয়।

■ চ্যাটের মাধ্যমে চেনা কোনো মানুষের প্রেমে পড়বার আগে নিশ্চিত জেনে নিন তিনি মেয়েরূপী ছেলে বা ছেলে রূপী মেয়ে কিনা। এছাড়া চ্যাটের সময় বিবাহিত এবং বিকৃত রুচির প্রেমিক-প্রেমিকা হতে শত হাত দূরে থাকুন।

■ আয় বুঝে ব্যয় করুন। মনে রাখবেন চ্যাটিং একটি নেশা। আর আপনি যদি চ্যাট করতে গিয়ে কারো প্রেমে পড়েন তাহলে তো কথাই নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা কোন দিক দিয়ে চলে যাবে টেরও পাবেন না। যখন মাস শেষে নেটের বিল আসবে অথবা দুইদিনে ৫০০ টাকার প্রিপেইড কার্ড শেষ হয়ে যাবে তখন কিছু করার থাকবে না। অতএব সাবধান!

ভেঙে যায় সাইবার স্বপ্ন (!)

স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা মানুষকে থমকে দিতে পারে, দেয়। আর সেই স্বপ্ন যদি হয় ভালোবাসা কেন্দ্রিক তাহলে অনেক সময় ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায় অনেকখানি। নৈরাশ্যবাদী এবং অনেক বাস্তববাদীদের মতে 'সাইবার প্রেম' মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গের এক নিষ্ঠুর আয়োজন। কম্পিউটারের ওপাশে যে লোকটি আপনাকে ভালোবাসার কথা জানাচ্ছে– সে যে বিবাহিত নয়, সে যে একই কথা আর দশটা মেয়েকে লেখেনি সেই গ্যারান্টি আপনাকে কে

দেবে? যে মেয়েকে আপন ভেবে আপনার সব গোপন কথা বললেন, বুনলেন অনেক কল্পনার বেড়াজাল– সেই 'মেয়েটি' যে ছেলে নয় সেটি কি আপনি নিশ্চিত জানেন?

সেই মোহময় নারী বা পুরুষের প্রেমে আপনি অন্ধ– সে কি আদৌ পৃথিবীতে আছে, না কোনো পরিচিত বন্ধুর ফাজলামি করে বানানো ক্যারেক্টার– সেটি নিয়ে আপনি কি ভেবে দেখেছেন? কিংবা বাংলাদেশে বসে চীনের ষোড়শী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ই-মেইল বিনিময়, ঘর বাঁধার পরিকল্পনা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

এই প্রশ্নগুলো ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। কারণ এদেশে আমাদের জানামতে এখন পর্যন্ত না ঘটলেও, বাইরে এমন অনেক উদাহরণ আছে যে যে সাইবার প্রেমিককে নিয়ে বাস্তব জীবনে আকাঙ্ক্ষিত ডেট করতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন অনেক রমণী, কিংবা দেখা গেছে সেই আকর্ষণীয় সাইবার প্রেমিক বা প্রেমিকা বিবাহিত, বিকৃত রুচিসম্পন্ন, দুর্বৃত্ত অথবা একই সেক্সের অন্য কোনো ব্যক্তি।

আবার এমনও হয়েছে নেট লাইফে 'পারফেক্ট কাপল' হিসেবে থাকলেও আসল জীবনে সামাজিক স্ট্যাটাস বা মানসিকতা কোনোটির মিল খায় না দু'জন মানুষের মধ্যে। এসবই সম্ভব কারণ পিসির সামনে বসে আপনি আপনার পার্সোনালিটিকে শুধু একটা 'কী' প্রেসের মাধ্যমে বদলে দিতে পারেন, ইংরেজি গান না শুনলেও নিজেকে চালিয়ে দিতে পারেন ব্রিটনি প্রিয়ারসের ভক্ত হিসেবে, চারফুট এগারো ইঞ্চির উচ্চতাকে বাড়িয়ে বলতে পারেন সাড়ে ছ'ফুট, ববকাট চুল অনায়াসে পরিণত করতে পারেন কোমর ছাপানো কেশ বিন্যাসে (ঢাকার এক ছেলে আমেরিকান চ্যাট ফ্রেন্ডদের কাছে নিজের ছবি হিসেবে পাঠাতো ঋত্বিক রোশনের কিছু ক্যাজুয়াল ছবি আর বোম্বের ছবির সঙ্গে অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের কাছে ছেলেটি দারুণ জনপ্রিয় ছিলো তার Amazing(!) Looks -এর জন্য)। মোট কথা যাই করুন আপনি কারো কাছে দায়বদ্ধ নন।

এই দায়বদ্ধতার অভাবই বর্তমান নেট কমিউনিকেশনকে সাইবার প্রেম-এর সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। আজ কাল অনেকে তাই চ্যাটের সময় নিজের আসল নাম বা ঠিকানা বলে না, ভুল ই-মেইল অ্যাড্রেস দেয়, প্রকৃত সাইবার বন্ধুদের মিশিয়ে ফেলে বিকৃত রুচির সাইবার ক্রিমিনালদের সঙ্গে। অর্থাৎ অনেক কারণেই বলা যায় 'সাইবার প্রেম' নামক নতুন এবং চমৎকার আইডিয়াটি আজ হুমকির সম্মুখীন কিছু দ্বৈত সত্তার ডক্টর জেকিলের কারণে।

সাইবার ভালোবাসা : সিদ্ধান্ত আপনার

প্রথমত, 'আমরা' বলতে ধরে নিচ্ছি পুরো বিশ্বের নেট সার্ফারদের কথা যারা চ্যাটিং করছেন, সাইবার বন্ধুত্ব গড়ছেন বা ওয়েবে গিয়ে প্রেমে পড়ছেন। এই গ্রুপের সকলেই যদি সৎ হন– সাইবার বিশ্বে যদি নিজ নিজ সত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন– এবং একই সঙ্গে প্রতারণারকারীদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেন তাহলে স্বপ্ন ভঙ্গের আশঙ্কা কমে যাবে অনেকখানি।

দ্বিতীয়ত, 'আমরা' বলতে বোঝাতে চাইছি বাংলাদেশীদের কথা। বাংলাদেশে বিগত মাসগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো সাইবার ক্যাফে গড়ে উঠছে যেগুলোর প্রধান কাস্টমাররা হচ্ছে– চ্যাটিং পাগল বাঙালি যুবক/যুবতী। এমনকি স্থানীয় কিছু রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি চ্যাটরুমের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা একত্রিত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠছে (যা অবশ্যই এক ধরনের সাইবার প্রেম!) এই নেট চ্যাটিং-এর মাধ্যমে। সাইবার প্রেমের পরিণতি গিয়ে ঠেকছে অসংখ্য সফল বিয়েতে। কিন্তু প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে প্রচুর। মূলত এদেশী ছেলেদের অনেকেই চ্যাটিং-এর মাধ্যমে ইভটিজিং বা মেয়ে সেজে অন্যদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছে এবং করছে।

তাই সাবধানে মানবসভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 'প্রেম'-এর সর্বাধুনিক এডিশন 'সাইবার প্রেম' ও তার মাধ্যমগুলোকে স্বাগত জানাতে হবে।

মনে রাখা উচিত প্রযুক্তিকে কখনো থামিয়ে রাখা যায় না– আর যে জাতি, সমাজ কিংবা সভ্যতা উন্নত প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার করবে তারা তত এগিয়ে যাবে। তাই রক্ষণশীলতার ঘোমটা তুলে 'সাইবার সংস্কৃতি'কে দূরে সরিয়ে রাখা নয়– বরং এর সঠিক প্রয়োগে প্রমাণ করতে হবে যে নেট জগতেও বাঙালির প্রেমময় মন অতুলনীয়। হয়তো ইন্টারনেট প্রেম বা অনলাইন ডেটিং নিয়ে এরপর ফেব্রুয়ারি মাসগুলোতে হয়তো বের হবে নতুন নতুন উপন্যাস– সৃষ্টি হবে 'সাইবার প্রেম সাহিত্য'– আরও কত কিছু। এই অসীম অনন্ত সাইবার জগতে আকাশ ছোঁয়া এসব সুখচিন্তা করতে দোষ কোথায়!!

faheem@faheemhussain.com

বংশী-বাংলায় চ্যাট করার ফ্রি ওয়্যার

ভ্যালেনটাইন্স চ্যাট

ইন্টারনেটে গল্প করা একটা নেশার মত। তরুণ-তরুণীরা সময় পেলেই এক সঙ্গে আড্ডা জমায় আই-আর-সি (I.R.C-Internet Relay Chat) অথবা আইএম (I.M-Instant Messaging)এ। ইন্টস্টান্ট ম্যাসেজি ইদানীং খুব জনপ্রিয়। বন্ধু অনলাইনে না অফলাইনে এলো জানতে পারছেন আবার সময় পেলেই মেসেজ পাঠাতে পারছেন।

বিডিকম সফটওয়্যার বাংলাভাষী চ্যাট রসিকদের জন্য একটা ফ্রি প্লাগইন দিচ্ছে। নাম বংশী। মাইক্রোসফটের MSN Messenger বা ইয়াহুর Yahoo Messenger চলাকালীন বংশীতে বাংলাফন্ট সিলেক্ট করে বাংলায় চ্যাট করতে পারবেন। আপনি লিখবেন ইংরেজিতে 'ami bhalo asi' আর সঙ্গে সঙ্গে ওটা হয়ে যাবে 'আমি ভালো আছি'। এই পদ্ধতিতে বাংলা টাইপ না জেনেই রসিয়ে চ্যাট করতে পারবেন। ভিজ্যুয়াল সি++ তে তৈরি বলে এর সাইজ 400KB মাত্র। ডাউন লোড হতে সময় নেয় ২ মিনিটের মত। www.bangsee.com থেকে ডাউনলোড করে নিন ফ্রি।